দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ফের অনিশ্চিত ॥ ছাত্র শিক্ষকদের অসন্তোষ

মোশতাক আহমদ ॥ আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩০ বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে ১৯৯৯ সাল থেকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়ে দু'বার অনুষ্ঠিত হলেও গত দুই বছরে কোন সমাবর্তন উৎসব হয়নি। অথচ ১৯৯৯ সালের সমাবর্তনে অঙ্গীকার করা হয়েছিল প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান ডিগ্রীধারীদের (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে, তাদের ধ্রুবতারার মতো গাইড করে। তাই এই সমাবর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়া।

জানা গেছে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। প্রতিবছর এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত মাত্র ৩৯ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক কারণসহ নানা সমস্যার জন্য সমাবর্তন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সমাবর্তনের দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতার পর ১৯৯৯ সালের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে কোন সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৯ সালের আগে সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে। এরপর দীর্ঘ ৩০ বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরীর আমলে ১৯৯৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান চালু করা হয়। এই সমাবর্তনে নোবেল-বিজয়ী বাঙালী অমর্ত্য সেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই সমাবর্তনে প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করা হয়। এই অঙ্গীকারের মাধ্যমেই ২০০১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ৪১তম সমাবর্তন। এরপর ১ অক্টোবর নির্বাচনে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু নতুন প্রশাসন দুই বছর অতিক্রম করে ফেললেও ৪২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এ নিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র অসন্তোষ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিক বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়া এক ছাত্র জানান, সমাবর্তনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট নিলে যে অনুভূতি তা সারা জীবন মনে থাকে। কিন্তু এই সমাবর্তন আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এটি শুধু দুঃখজনকই নয়, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রতারণাও বটে। তিনি প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান। একই বক্তব্য আরও অনেক ছাত্রছাত্রীর। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, প্রতিবছর সমাবর্তন করার উদ্যোগ আমাদের আছে। তিনি জানান, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর আমলে সমাবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পদত্যাগ করায় সমাবর্তন পিছিয়ে যায়। তবে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. ফায়েজ শীঘ্রই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে তিনি জানান।